বাংলাদেশ দূতাবাস

বেইজিং

১৫ আগস্ট ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং-এ জাতির পিতার শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

আজ ১৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এর কালরাতে শাহাদাত বরনকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সকল শহিদদের আত্মার রুহের মাগফিরাত এবং দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়। এরপর ১৫ই আগস্টের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণীও পাঠ করা হয়।

চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে শাহাদাত বরনকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের কথা উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু একজন শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। তিনি মানুষের মুক্তি ও কল্যানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গবন্ধু বাঙালীর স্বাধিকার অর্জনের প্রতিটি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন অসামান্য নেতা হিসেবে সমাদৃত হন। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর ধ্যান, ধারনা বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসংগিক। নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ তুলে ধরার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে আহবান করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ এখন 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কাজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার এবং বিদেশীদের কাছে স্বাধীনতার ইতিহাস এবং জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন তুলে ধরার আহবান জানান। আলোচনায় চীন প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা, তাদের পরিবারবর্গ, কর্মচারীগণ ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

******

Embassy of Bangladesh
Beijing
বাংলাদেশ দূতাবাস